যুগান্তর

তারিখ 18 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

এইচএসসিতে ভর্তি জটিলতা

এই বৎসর এইচএসসিতে ভর্তির জন্য বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের ললাটে নতুন জটিলতার শর্ত জুড়িয়া দিয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। যাহারা সাধারণ গণিত ও উচ্চতর গণিতের যে কোন একটিতে শতকরা ৮০ নম্বর পায় নাই, তাহারা বিজ্ঞানে ভর্তির সুযোগ পাইবে না। কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে, গত বৎসর ৮০ নম্বরের কম পাইয়াও যাহারা বিজ্ঞান পড়িয়াছে, এইচএসসি পরীক্ষায় তাহারা খারাপ ফল করিয়াছে। কেবল এই কারণেই যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত লইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাকে একপেশে বলা অযৌক্তিক হইবে না। ফল খারাপের জন্য দায়ী কেবল শিক্ষার্থী, উহা মানা কঠিন। উপযুক্ত শিক্ষক এবং শিক্ষাদানও যে ভাল ফল করিবার সহিত জড়িত, তাহা স্মরণে রাখিতে হইবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষাদান-মানসিকতা, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা পরিবেশ ইত্যাদি শিক্ষার্থীর ভাল ফল করিবার বিষয়টির সহিত ওতপ্রোত। সিদ্ধান্ত লইবার সময় এই বিষয়গুলি খতাইয়া দেখা হয় নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শর্তের ফলে হাজার হাজার বিজ্ঞান শিক্ষার্থী কোন কলেজে ভর্তিই হইতে পারিবে না। বিকল্প হিসাবে কি ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে, তাহাও জানানো হয় নাই। সারাদেশের কলেজগুলিতে বিজ্ঞানের আসন সংখ্যা ৯৮ হাজার। আর বিজ্ঞান লইয়া পাস করিয়াছে ১ লাখ ৫৪ হাজার পরীক্ষার্থী। এমনিতেই ৫৬ হাজার-১৫৩ জন শিক্ষার্থীর কোন কলেজেই ভর্তি হইবার সুযোগ নাই। সাত বোর্ডে বিজ্ঞানে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫ হাজার ৬৩১ জন। ইহাদের মধ্যে জিপিএ-৫ পাইয়াছে প্রায় ১৪ হাজার ছাত্রছাত্রী। শুধু জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ দিলে ৮৫ হাজার আসনই খালি পড়িয়া থাকিবে। উহার উপর যদি গণিত ও উচ্চতর গণিতের উপর প্রদত্ত শর্ত আরোপিত হয়, তাহা হইলে শুধু সেরা, নামি কলেজগুলিই শিক্ষার্থী পাইবে। উল্লেখ্য, চতুর্থ বিষয় বাদে সারাদেশে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক হাজারের বেশি হইবে না। আসলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি উদ্দেশ্যে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের উপর এমন শর্ত জুড়িয়া দিয়াছে তাহা জনগণকে জানানো জরুরি। কর্তৃপক্ষ উহার ব্যাখ্যা দিলে শিক্ষা বিষয়ে সরকারি নীতির একটি স্বচ্ছতা পাওয়া যাইত। উদ্দেশ্য অব্যাখ্যাত থাকায় জনমনে শঙ্কা দেখা দিতেছে। বর্তমান সরকার কি বিজ্ঞান শিক্ষা সঙ্কুচিত করিতে চাহিতেছে? বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগে যেখানে সময়ের সহিত তাল মিলাইয়া, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যুগোপযোগী কারিকুলাম রচিত হইবে, সেইখানে প্রাগ্রসর বিজ্ঞান চেতনার শ্বাসরোধ করিবার জন্যই যেন এমন শর্ত আরোপিত হইয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তে সুশীল সমাজ এবং সাধারণ সজ্জনদের মনে হতাশা নামিয়া আসিবে, উহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেড় লক্ষাধিক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর জন্য যেখানে আরও কলেজ ও আরও আসন সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণে তৎপর হইতে হইবে মন্ত্রণালয়কে, সেইখানে তাহারা জুতোর মাপের চেয়েও ছোট 'পা' গড়িতে আদেশ জারি করিয়াছেন। জুতোর মাপে পা গড়িবার পরিকল্পনার ইতি ঘটাইয়া পায়ের মাপে জুতো গড়িবার প্রচলিত রীতি অনুসরণ করিলে, ধারণা করি প্রতি বৎসর যেই পাসের হার বাড়িতেছে, সেই বাড়তি শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শ্রেণীতে আসন দিবার দায়িত্বটি যথাযথভাবে পালন করা হইবে। হাতেগোনা কয়েকটি কলেজ 'মানসম্পন্ন' বিবেচিত হওয়ায় একদিকে সেইগুলির উপর ভর্তিচ্ছুদের অত্যধিক চাপ যেমন রহিয়াছে, তেমনি এমন অনেক কলেজ আছে যেখানে কোন ছাত্র স্বেচ্ছায় পড়িতে যাইতে চাহে না। ইহা পুরাতন এবং ক্রনিক সমস্যা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়। শহরের বাইরের কলেজগুলির নিম্নমানের মূল কারণ যোগ্য ও প্রয়োজনীয় শিক্ষক-স্বল্পতা ও অবকাঠামোর অভাব। সেই সাথে শিক্ষাদানে শিক্ষকদের মানসিকতার অভাব, উপকরণাদির সঙ্কট, যাতায়াত সমস্যা কলেজগুলির নিম্নমানের অন্যতম হইয়া উঠিয়াছে। সরকার, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ভাবিতে হইবে কেমন করিয়া নিম্নমানের কলেজগুলিকে মানোন্নত করিয়া শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা পূরণ করা যায়। সারাদেশের ১৫ হাজার জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ঢাকার ভাল কলেজগুলিতে ভর্তি হইতে চাহে, তাহাদের সেই আশা পূরণ করিতে হইবে। কলেজগুলির মানোন্নয়নের কাজটি যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় দায়িত্ব সহকারে পালন করে, তাহা হইলে আগামী বৎসর গ্রামের বা মফস্বলের বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা 'ভাল' কলেজের খোঁজে রাজধানীতে ছুটিয়া আসিবে না। আমরা সেই কথাই বলিতে চাই। শিক্ষার্থীদের উপর নহে, নিজেদের সীমাবদ্ধতা কাটাইয়া আধুনিক যান্ত্রিক উৎকর্ষের এই বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া নতুন প্রজন্মের বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টিরই প্রকৃষ্ট সময় এখন। কারণ নগর ও গ্রাম- এই উভয় প্রেক্ষাপটের শিক্ষার্থীদের মনেই জাগিয়া উঠিয়াছে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি অনন্য প্রীতি, যাহা নূতন প্রজন্মের সৃজনী চেতনাকে শাণিত করিবে। আমরা কী সেই প্রাগ্রসর আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নকে বাস্তব করিয়া তুলিতে সহায়তা দিব না?